আবিষ্কার

আপনার স্বর্গস্থ

গাইড ৯

দীর্ঘদিন প্রাচ্য দেশে ভ্রণের পর মার্কো পোলো যখণ নিজের ভেনিস নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তার বন্ধুবাধবরা তার মুখীএ অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে তাকে পাগল সাব্যস্ত করলেন। বিবৃত ঘটনাটি এইরকম।

মার্কো এমন এক নগরে পৌঁছেছিলেন যেটি স্বর্ণ এবং রৌপ্যে ভূষিত । তিনি কালো কালো পাথর দেখেছিলেন যা জ্বলানিরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কয়লার কথা তখন ওদেশের লোক শোনেননি।

তিনি এমন কাপর দেখেচিলে যাকে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে পারে না, কিন্তু ওদেশের কেউ তখন অ্যসবেস্টসের বিষয়ে জ্ঞাত ছিল না।

তিনি এমন বৃহৎ দাঁতালো সরীসৃপ দেখেচিলেন যারা আস্ত মানুষকে গিলে খেতে পারে, মানুষে করোটির ন্যায় বৃহৎ ফলের মধ্যে তিনি সাদা দুধের মতো খাদ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন, মাটির নিচ থেকে তোলা একপ্রকার পদার্থের মাধ্যমে তিনি বাতি জ্বালাতে দেখেচিলেন।

কিন্তু তার বন্ধু স্বজনরা কুমীর, নারকেল, কিম্ব জ্বলানি তলের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এই সব গল্প শুনে তারা তাকে উপহাস করেন।

অনেক বছর পর, মার্কো যখন মৃত্যুশয্যায়, তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু তাকে সেই সকল কাহিনীর পুনরুক্তিকরার আবদার জানালে তিনি তার আবেদন প্রতাখান করেন।

‘‘ আমি যা বলেছি সব সত্য- পদে পদে সত্য। প্রকৃতপক্ষে, আমি যা দেখিছি তার অর্দ্ধেকও বলা হয় । ’’

যে শাস্ত্র লেখকগণ মাদের স্বর্গের বিবরণ দিয়েছেন, তারা মনে হয় মার্কো পোলোর উপলব্ধির মতো কিচু আলোকদ্যুতির প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। তারা দর্শনের মধ্যে যে দীপ্তিময় এবং মনোরম স্থান প্রত্যক্ষ করেছেন, তার কিয়দংস মাত্র তারা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমরা মার্কো পোলোর বন্ধুদের তুল্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই। আমরা যে কুমীর এবগ নারকেল স্বচক্ষে দেখিনি তার কল্পনা করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ বাইবেল থেকে আগত স্বর্গ সম্পকীড় বিচ্ছুরিত জ্ঞানালোক মেঘমালায় উপবিষ্ট হয়ে বীনাবাদনের চেয়ে স্বর্গকে বহুলাংশে উন্নততররূপে উদ্ভাসিত করে।

১।

যীশূ এখন অতি বাস্তব স্বর্গধামে আমাদের নিমিত্ত প্রকৃত বাসস্থান নির্মান করছেন।

অগ্নিশিদ্ধ হওয়ার পর এই জগতের অধিকারী কারা হবেন বলে যীশু উল্লেখ করেছেন?

''ধন্য যাহারা মৃদুশীল কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে।''
- মথি ৫:৫ (প্রকা ২১:৭ পদ দেখুন)

খ্রীষ্ট্র সদ্য সৃষ্ট বিশুদ্ধ এদনীয় সৌন্দর্যে জগৎকে ফিরিয়ে আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মৃদুশীলগণ তখন হবেন এই নতুন জগতের উত্তরাধীকারী।

যীশু আমাদের জগতে দ্বিতীয়বার আসছেন স্বর্গীয় দিব্যলোকে তাঁর স্বহস্তে নির্মিত জ্যোর্তিয় বাসভবনে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটি আমাদের স্বপ্নাতীত বাসগৃহ- নুতন যিরূশালেম।

নতুন যিরুশালেমের অবতারণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ষণে সমূহ জগৎ পরিশুদ্ধ হবে। আমাদের নবীকৃত ধরণী তখন পবিত্রগণের চির আবাস-ভূমিতে পরিণত হবে (প্রকাশিত ২০:৭-১৫ এবং বিস্তৃত জানতে আবিষ্কার গাইড ২৫ দেখুন)।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের লেখক যোহন পরবর্তী চিরত্রটি কিভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন?

'' আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং , আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমার যেমন দেইতেছ, আত্মার এরূপ অস্তি-মাংস নাই।''- লুক ২৪:৩৯

যীশুর ছিল প্রকৃত শরীর; তিনি খোমাকে বলেচিলেন তাঁকে স্পর্স করে দেখতে (যোহন ২০:২৭)। এই আনুষ্ঠানে যীশু একটি প্রকৃত গৃহে উপস্থিত হয়ে, প্রকৃত মাউষদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন এবং বাস্তব খাদ্য ভোজন করেছিলেন (লুক ২৪:৪৩)।

স্বর্গলোক ঊতপ্রেতে পরিপূর্ণ নয়, সেখানে দীপ্তিময় শরীর নিয়ে প্রকৃত ব্যাক্তিগণ সশরীরে বসবাস করেন।

আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের দব্যি শরীরে খ্রীষ্টের পুনরুত্থিত শরীরের সদৃশ প্রকৃত এবং বাস্তব। স্বর্গে কি আমরা আমদের পরিজন এবং বন্ধু স্বজনদের চিনতে পারব?

স্বর্গে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হব। এই বর্তমান জগতের চেয়ে অনেক সুগভীরভাবে আমরা পরস্পরকে গ্রহন করব।

যীশুর শিষ্য গণ তাঁর পরিচিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন (লুক ২৪:৩৬-৪৩)। মরিয়মের নাম ধরে ডাকলে, মরিয়ম যীশুর কণ্ঠস্বর শুনে তাকে চিনতে পেরেছিলেন (যোহন ২০:১৪-১৬) । কয়েকটি পরিচিত লক্ষণ দেখে ইম্মায়ুর পথে গমনকারী দুই ব্যাক্তি তাঁকে চিহ্নিত করেচিলেন। তাদের অতিথির কাদ্য নিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পদ্ধতি দেখের তারা তাদের প্রভূকে চিনতে ভুল করেননি। (লুক ২৪:১৩-৩৫)।

যীশু ইতিমধ্যে পবিত্র নগরে আমাদের নামে নামে গৃহ নির্মাণ করছেন, ঐ নগরের নাম নুতন যিরুশালেম (যোহন ১৪:১-৩ এবং প্রকা ৬৫:১৭-২২)।

স্বর্গলোকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের আনন্দ এ পরিত্রাণ প্রাপ্তগণ শিহরিত হয়ে উঠবেন। আপনার জীবনসাথীর প্রাণকাড়া হাসি কিম্বা সন্তানদের ডাক স্বকর্ণে শোনার পরমানন্দের কথা একবার চইন্তা করে দেখুন। কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রাণমাতানো অঙ্গভঙ্গি পুনরায় ফিরে পাওয়ার পুলক কতই না সুখকর। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ব্যাক্তিত্বদের সঙ্গে অনন্তকাল সঙ্গতের কথা একবার কল্পনা করুন।

৩। স্বর্গে আমাদের প্রচুর কার্যকলাপ।

আপনার স্বপ্ননিবাসের রূপসজ্জা কেমন হওয়া আবশ্যক?

যীশু ইতিমধ্যে পবিত্র নগরে আমাদের নামে নামে গৃহ নির্মাণ করছেন, ঐ নগরের নাম নুতন যিরুশালেম (যোহন ১৪:১-৩ এবং প্রকা ৬৫:১৭-২২)।

এই সকল পদ থেকে উপলব্ধ হয় যে আমাদের ও নিজেদে জন্য গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব রয়েছে- সম্ভবত, সুরম্য গ্রমাঞ্চলে, সুশোভন স্বর্গীয় বৃক্ষবীথিকায় সুসজ্জিত গৃহ। পরমেশ্বরের চির উন্নত সভ্যতায় কত উন্নত প্রযুক্তি আছে কে জানে! পিতার ভবনে বাস করার সময়ামাদের জাগতিক বিপজ্জনক অভিযাত্রা এবং দু:সাহিক মহাকাস অভিযান ছেলেখেলা বলে মনে হবে। কলানাদী জলপ্রপাতের কুলকুল কলধ্বনি, নীরব উপত্যাকার স্তবদ্ধতা, জঙ্গলের ঝুপ ঝুপ বৃষ্টিপাত এবং প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভ কি আপনাকে আকৃষ্ট করে না?

ঈশ্বর এই পৃথিবীকে পূর্বের এদনে পরিণত করবেন। তৈলাভাব পরিণত করবেন।তৈলাভাব, জলাভাব, দূষঞ, কিছুর ই অস্তিত্ব থাকবে না পরিবর্তিত জগতে। হ্রদ বা জলাধারগুলি হবে স্বচ্ছ স্ফটইক, বরক্ষসকল হবে চমৎকার, পর্বত্রটগ্রাত্রের মনোরম সৌন্দর্য্য আমাদের আমোদিত করে রাখবে। মনে হবে যেন দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রথম ফুরফুরে বাতাসের আস্বান। এই আস্বাদ অনন্তকাল স্থায়ী। নতুন কোন জিনিস, শিক্ষা, এবং সৃষ্টি কি আপনার মনে আনন্দ সঞ্চার করেন?

‘‘ সেখানে অবিনাশী মননশীলতা শাশ্বত কাল ধরে বিশ্লেষণ করবে সৃজনশিল সক্তি এবং মুক্তিদায়ক ভালবাসার রহস্য। প্রত্যেকটি বিভাগে ঘটবে উন্নিত, কার্যশক্তির হবে ক্রমিক উন্নয়ন। জ্ঞানার্জনে কোন ক্লান্তি বা অবসাদ আসবে না কোনদিন। সত্যের নিত্যনতুন আবিষ্কার আমাদের মুখর করে রাখবে, তাজা সংবাদে আমার মন, প্রান এবং শরীরের শক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হবে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের সমূহ সম্পদ সমূহ সম্পদই হবে মুক্তিপ্রাপ্তদের অধ্যয়নের বিষয়।’’ উররনশ ঋ.ঠবভঢ়ন, ঝবন ঋক্ষনঢ় ইষশঢ়ক্ষষৎনক্ষড়ঁ .স.৬৭৭

৪।

ঈশ্বর সম্পুর্ণরূপে পাপ এবং তার ভয়ঙ্কর পরিণতিকে চিরতরে বিনষ্ট করতে চলেছেন। আর কোন দিন তারা মাথা চাড়া দিতে পারবে না ।

যীশুর আগমনকালে আমরা তাঁর সদৃশ হব (১ যোহন ৩ : ২) । হত্যা, অপহরণ , ধর্ষণ ইত্যাদির অনুভূতি দমন করার চেষ্টা আর করতে হবে না , ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিচালিত হবে আমাদের সরল জীবনযাত্রা ।

চরম শত্রু মৃত্যু পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে। স্বর্গের অনন্তযৌবন রাজ্যে মুক্তিপ্রাপ্তগণ অজর, অমর ও অক্ষয় (১ করি ১৫ : ৫৩) কোন বাসিন্দাকে বার্ধক্য বা জরা কোন দিন আক্রমন করবে না ।

৫।

বিশ্বপতিকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের শিহরন কেমন হতে পারে ? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের সখা এবং শিক্ষাদাতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । তাঁর শ্রীচরণ তলে বসে শিক্ষালাভের আনন্দ অকল্পনীয় ।

কোন সঙ্গীতজ্ঞ যদি বিথোভেন বা মোজার্টের সঙ্গে কিছুকাল সঙ্গ পায় , তার পুলকের কথাটা চিন্তা করুন । কোন বিজ্ঞানমনস্ক পদার্থবিদ যদি আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গ পান কিম্বা কোন চিত্রকর মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বা রেমব্রান্ডের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পান, তাদের মনের উচ্ছ্বাসটা একবার কল্পনা করুন ।

মুক্তিপ্রাপ্তগণের সামনে সুযোগ আছে অনন্ত কাল । সমুদয় সংগীত , বিজ্ঞান এবং কলাশাস্ত্রের উদ্ভাবকের সঙ্গে সকলেরই আলাপনের সুযোগ থাকবে । বিশ্বের পরমতম হৃদয় এবং চরমতম মস্তিস্কের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হবে। এবং এই সম্বন্ধ সূত্র থেকে উচ্ছাসিত হবে ভক্তির জোয়ার - পরমেশ্বরের আরাধনা ।

দিব্য নগরের মধ্যস্থলে স্থাপিত ঈশ্বরের শ্বেত সিংহাসন ।

মেঘধনুর সপ্তরঙে পরিবেষ্টিত । তাঁর মুখমন্ডল প্রদীপ্ত সূর্যেস ন্যায় উজ্জ্বল । তাঁর পাদমূলের কাচময় সমুদ্র সর্বদিক প্রসারিত । স্ফটিক পৃষ্ঠতলে প্রতিফলিত ঈশ্বরের মহিমাদ্যুতি । তাঁর সামনে আন্তরিক উপাসনার জন্য সমূহ মুক্তিপ্রাপ্তের দল উপস্থিত ।

৬। আমরা অবশ্যই সেখানে থাকব।

যীশু সেই মিলনের দিনটির অপেক্ষায় রয়েছেন । তাঁর সান্নিধ্য থেকে পলায়ন করবেন না (১ পিতর ১:৮,৯ এবং প্রকাশিত ২২ : ১৭ পদ দেখুন)।